152261 - শরীরচর্চার জন্য মাছ শিকার করার হুকুম

প্রশ্ন

শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের জন্য মাছ শিকার করা কি জায়েয? উল্লেখ্য, আমরা শিকার করা মাছ নষ্ট করব না কিংবা অনর্থক কিছু করব না; বরং আমরা সেগুলো খাব।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

মৌলিকভাবে শিকারের হুকুম হল বৈধতা। কেবল ইহরামকারী ব্যক্তি কিংবা হারাম এলাকায় অবস্থানকারী ব্যক্তির জন্য তা বৈধ নয়। এটি স্থলভাগের পশু শিকারের হুকুম। আর মাছ শিকার ও জলভাগের শিকার ইহরামকারীর জন্যও হারাম নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য; তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য। আর স্থলের শিকার তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যার দিকে তোমাদেরকে একত্র করা হবে।"[মায়েদা: ৯৬]

কেউ যদি বৈধ নিয়তে বৈধ পশু শিকার করে; যেমন: বিক্রয়ের মাধ্যমে উপার্জন করা বা খাওয়া; তাহলে আলেমদের ঐক্যমতে সেটা শিকারে কোনো সমস্যা নেই।

অনুরূপভাবে মাছ শিকারে যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য বৈধ হয়; যেমন: অবসর কাটানো, বিনোদন ইত্যাদি; তবে শিকার করা মাছ বিক্রি করে, খেয়ে বা অন্য কোনোভাবে সে কাজে লাগায় হয়; তাহলে এতেও কোনো আপত্তি নেই।

দুই:

আর যদি মাছ শিকারীর শিকারকৃত মাছের বিশেষ কোনো প্রয়োজন না থাকে; শুধু শখের বশে কিংবা খেলে-তামাশার জন্য শিকার করে; তাহলে শিকারের হুকুম বৈধতা থেকে মাকরূহ (অপছন্দীয়তায়)-এ পরিবর্তিত হবে।

'আল-মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যা' (২৮/১১৫)-তে এসেছে: 'যখন জানা গেল যে প্রাণী শিকারের মূল বিধান বৈধতা; সুতরাং শিকার করাকে উত্তমতার খেলাফ, মাকরূহ, হারাম, মুস্তাহাব বা ওয়াজিব এমন কোনো হুকুম প্রদান করা যাবে না সবিশেষ কিছু

দলীলরে ভত্তিতিে সবশিষে কছিু অবস্থা ছাড়া। সগেুলো আমরা নম্নিে উল্লখে করব:

... যদি শকিাররে উদ্দশ্যে থাকে খলে-তামাশা ও বনিোদন তাহলে এটা মাকরূহ। যহেতেু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে, "প্রাণ আছে এমন কোনো কছিুকে তোমেরা লক্ষ্যবস্তু বানাবে না।"[মুসলমি: ১৯৫৭] [সমাপ্ত]

একাধকি আলমে এমন অবস্থায় শকিার করাকে সুস্পষ্টভাবে মাকরূহ বলছেনে।

নাফরাওয়ী মালকেী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "জবাই করার উদ্দশ্যে থাকার পরও বনিোদনরে জন্য পশু শকিার করা মাকরূহে তানযীহি (অপছন্দনীয়)।"[আল-ফাওয়াকহে আদ-দাওয়ানী (১/৩৯০)]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইময়িযা রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "প্রয়োজনে শকিার করা জায়যে। আর যে শকিার শুধু বনিোদন বা খলে-তামাশার জন্য সটো মাকরূহ। যদি এ শকিাররে মাধ্যমে মানুষরে ফসল ও সম্পদরে ওপর সীমালঙ্ঘন করা হয় তাহলে সটো হারাম।"[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (৫/৫৫০)]

শাইখ মনসুর আল-বুহূতী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "বনিোদনরে জন্য পশু শকিার করা মাকরূহ। যহেতেু সটেি অনর্থক কাজ। আর যদি শকিার করতে গয়িে মানুষরে ফসল ও সম্পদরে ওপর সীমালঙ্ঘনরে মাধ্যমে জুলুম করা হয় তাহলে সটো হারাম। কারণ উদ্দষ্টি কাজরে যে হুকুম উক্ত কাজরে মাধ্যমরেও একই হুকুম।'[কাশ্শাফুল ক্বনিা (৬/২১৩)]

ইবনে আবদীন রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "মাজমাউল ফাতাওয়াতে রয়ছে: প্রমোদরে জন্য পশু শকিার করা মাকরূহ।"[রাদ্দুল মুহতার (৫/২৯৭)]

তনি:

যদি শকিাররে উদ্দশ্যে হয় বনিোদন ও শরীরচর্চা; কন্তিু শকিারকৃত পশু খাওয়া, বক্রিি করা কংিবা উপহার দওেয়ার মাধ্যমে সটোকে কাজে লাগানো হয় তাহলে সক্ষেত্রেে মাকরূহ হওয়ার পূর্বোক্ত কারণ দূর হয়ে গলে এবং 'শকিার করা' এর মূল হুকুম বধৈতায় ফরিে এল। কারণ এই অবস্থায় শকিার করা অনর্থক কাজ নয়। এর মধ্যে সম্পদ নষ্ট করা নইে কংিবা পশুকে কষ্ট দওেয়া নইে।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "শরয়িতে অনর্থক পশু মারার বধৈতা নইে। যমেন: যারা গাড়তিে বসে পশু শকিার করে; শকিারকৃত পশু নজিে খাওয়া বা অন্যকে খাওয়ানোর কোনো উদ্দশ্যে তাদরে নইে। হাদীসে আছে: "কউে যদি অন্যায়ভাবে একটা চড়ুই পাখকিে হত্যা করে সটোর ব্যাপারে সে জজ্ঞিাসতি হবে।"[ফাতাওয়া ওয়া-রাসাইলু মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম আলুশ শাইখ (১২/২৩১)]

শাইখ বনি বায রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "যদি খাওয়া বা বক্রিি করার মত কোন শরয়ী কল্যাণে শকিার করে; যমেন হাউবারা, হরণি,

খরগোশ বা অন্য কোন বধৈ প্রাণী খাওয়া বা বক্রিি করার জন্য শকিার করে তাহলে কোন সমস্যা নইে। কন্িতু যদি হত্যা করার জন্য বা ফলেে রাখার জন্য শকিার করে তাহলে সটো অনুচতি। এর সর্বনম্নি অবস্থা হলো চূড়ান্ত মাত্রায় মাকরূহ হওয়া। তাই খাওয়ার উপযুক্ত কোনো প্রাণী তখনই শকিার করবে যখন এতে কোন কল্যাণ থাকবে। হয় সটো নজিে খাবে নতুবা দরদ্রিদরেকে খাওয়াবে ও সটো উপহার দবিে কংিবা বক্রিি করবে। কন্িতু বনিোদনরে জন্য হলে জায়যে নইে। কোন মুমনিরে এ বনিোদন করা উচতি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি খাওয়ার উদ্দশ্যে ছাড়া অন্যান্য উদ্দশ্যে পশু শকিার করতে নষিধে করছেনে। অর্থাৎ পশু খাওয়া ও এর থকেে উপকৃত হওয়ার উদ্দশ্যে ছাড়া।”[শাইখ ইবনে বাযরে ওয়বেসাইট থকেে গৃহীত]

সারকথা হলো:

প্রশ্নে উল্লখেতি অবস্থায় শকিার করা মুবাহ তথা বধৈ। এতে কোনো সমস্যা নইে। যহেতেু শকিারকৃত পশু খাওয়া, বক্রিি করা বা অনুরূপ কছিু করার মাধ্যমে এর থকেে উপকৃত হওয়া যাচ্ছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।